দৈনিক বাংলা

তারিখ 16 JUL 1996
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩

বিসিএস ঃ কারিগরি ডিগ্রীধারীরা সাধারণ ক্যাডারে ঝুঁকে পড়ছেন

মাহমুদুল ইসলাম ঃ বিসিএস কারিগরি ক্যাডারে খালি পদের তুলনায় আবেদনকারীর সংখ্যা বাড়লেও বিভিন্ন বিষয়ে কারিগরি ডিগ্রীধারী অধিকাংশ প্রার্থী সাধারণ ক্যাডারের চাকরির দিকে ঝুঁকে পড়ছেন। ফলে কারিগরি-ক্যাডারের অনেক খালি পদে যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না।

বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে ডিগ্রীধারী প্রার্থীদের সাধারণ ক্যাডারের দিকে ঝুঁকে পড়ার প্রবণতা দিন দিন বেড়ে চলেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত সরকারী কর্মকমিশনের ১৯৯৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে প্রকাশিত এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৮৫ সালে বিসিএস সাধারণ ক্যাডারে ১টি খালি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২৭ জন। একই সময়ে বিসিএস কারিগরি ক্যাডারে ১টি খালি পদের জন্য মাত্র ১ জনই প্রার্থী ছিল। ১৯৯৫ সালে দেখা যায়, বিসিএস সাধারণ ক্যাডারে ১টি খালি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৪৫ জন। একই সময়ে বিসিএস কারিগরি ক্যাডারে ১টি খালি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০ জন।

বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদনে অবশ্য বলা হয়েছে, বর্তমান বিসিএস পরীক্ষা পদ্ধতি অনুযায়ী সকল ক্যাডারে একই সঙ্গে পরীক্ষা গ্রহণের ফলে কিছু সংখ্যক টেকনিক্যাল/প্রফেশনাল ক্যাডারের শূন্য পদে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রার্থী মনোনয়ন দান করা সম্ভব হচ্ছে না। কারিগরি

(৪-এর পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

বিসিএস ঃ কারিগরি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ক্যাডারের প্রার্থিগণ সাধারণ ক্যাডারের পদসমূহের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে পছন্দক্রম দিয়ে থাকেন। প্রার্থীদের নিজস্ব ক্যাডার অর্থাৎ টেকনিক্যাল/প্রফেশনাল ক্যাডারের জন্য পছন্দক্রম দিতে অনীহা প্রকাশ করেন অথবা পছন্দক্রম দিলেও তা সাধারণ ক্যাডারের নিচে দিয়ে থাকেন। বিভিন্ন বিষয়ে কারিগরি ডিগ্রীধারী প্রার্থীদের এ ধরনের প্রবণতার সঠিক কারণ অনুসন্ধান করার প্রয়োজনীয়তার কথা কমিশন বলেছে। তবে প্রার্থীদের মৌলিক অধিকারকেও কমিশন কোনক্রমেই ক্ষুণ্ণ করতে চান না বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।